নি ব ন্ধ

নক্ষত্রের জন্য মন পোড়ে…

শু ভ কি ব রি য়া

[বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য কিভাবে বই সংগ্রহ করতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্যার আশুতোষ, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি অভিজ্ঞতা হোল সে কাহিনী লিখেছেন আর. সি. মজুমদার-….]

‘‘ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শেষ হলে আমি প্রায়ই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যেতাম। তখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ছিল গঙ্গার ধারে স্ট্রান্ড রোডের ধারে মেটকাফ হলে। একদিন স্যার আশুতোষ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, `হাইকোর্ট থেকে ফেরার পথে প্রায়ই তোমাকে ওদিকে যেতে দেখি। তুমি কোথায় যাও?’ আমি বললাম যে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে তো অনেক বই নেই। আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পড়তে যাই। তিনি শুনে বললেন যে, `ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে সব বই থাকবে না-এটা ভালো কথা নয়। যেভাবেই হোক বই সংগ্রহ করতে হবে।

একদিন খবরের কাগজে কিংবা কোন ক্যাটালগে কোথায় যেন দেখলাম যে, বিলেতে পিশেল(Pischel) এবং আরও দু-একজন প্রাচ্যবিদ পন্ডিত ব্যক্তির লাইব্রেরি বিক্রি হবে। খবরটি পড়ে তখনই আমি স্যার আশুতোষের বাড়িতে হাজির হলাম। ওঁর নিয়ম ছির সকালে আধঘন্টার জন্য দোতলায় বৈঠকখানায় বসতেন, সেখানেই বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। তারপর তেতলায় উঠে যেতেন। বাড়িতে সকালে আর তাঁর দেখা পাওয়া যেত না। খুব তাড়াতাড়িই গিয়েছিলাম; কিন্তু দেখলাম যে তিনি তে-তলায় চলে গেছেন। তখন একটি কাগজে লিখে পাঠালাম যে, বই সংগ্রহের একটা খুব ভালো সুযোগ হঠাৎ এসেছে এবং এটি খুবই জরুরি। তিনি আমাকে তেতলায় ডিকে পাঠালেন। সব শুনে বললেন, ‘ এখনই এর ব্যবস্থা করতে হয়, নইলে বিক্রি হয়ে যাবে।’ একটি কাগজে দু-চার লাইন কী লিখে দিয়ে আমাকে দিয়ে

বললেন, ‘তুমি এ নিয়ে বেলা ন’দশটার মধ্যে ক্যাম্ব্রে কোম্পানীর (M/s R. Cambray & Co.) দোকানে যাবে। তাদের এই কাগজটা দেখিয়ে বলবে এখনই যেন বিলেতে ‘কেবল’ করে দেয়। পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দাম হলেও আমাদের বিশ্বদ্যিালয়ের (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) জন্য যেন এই বই অবশ্যই কেনা হয়। তারপর দুপুরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, শৈলেনকে সব বলে এই কাগজটি তাকে দেবে।’ আমি যথারীতি প্রথমে ক্যাম্ব্রে কোম্পানীতে গেলাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অ্যাকাউনটেন্ট শৈলেন বাবুকে(শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বা বসু) সব বললাম। শৈলেনবাবু বললেন,‘ আপনারা এভাবে এ-সব করেন আর জবাবদিহি করতে আমাদের প্রাণ যায়। এই যে পঁচিশ হাজার টাকার বই কেনা হোল, এর কোন স্যাংশান নাই। কমিটি হোল না, সিন্ডিকেটে গেল না। যখন অডিটে ধরবে তখন আমাকে বলতে হবে, এর কোন ভাউচার নেই, কর্তার মুখই এর ভাউচার। এ-সবই খুব বেনিয়ম।’ আমি বললাম,‘ আমাকে এসব কথা বলে লাভ কি? যা বলার স্যার আশুতোষকে বলবেন।’ অবশ্য বিলক্ষণ জানতাম যে, স্যার আশুতোষকে এসব বলার সাহস তাঁর হবে না।

এর বহুকাল পরের কথা-আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। সেখানকার লাইব্রেরির জন্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বই কেনার কথা বললে , ভাইস চ্যান্সেলার হার্টগ সাহেব এ বিষয়ে খুবই সহানুভূতি দেখান। কিন্তু যখনই এরকম কোনো বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি নিয়মমাফিক প্রথমে লাইব্রেরি কমিটি তারপর ফিনান্স কমিটি এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তা আলোচনা করেন। তাঁদের সম্মতি পেলে তবে বই কেনার অর্ডার দেওয়া হয়। প্রায়ই দেখা যেত যে, অর্ডার পৌঁছনোর আগেই সে বই বিক্রি হয়ে গেছে। কয়েকবার এরকম হওয়ার পর আমি তাঁকে উপরের ঘটনাটি বললাম। আশুতোষ যেভাবে বইয়ের সন্ধান পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ তা কেনার ব্যবস্থা করতেন, তাঁকেও তা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন,‘ ভারতবর্ষে এক আশুতোষ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ভাইস-চ্যান্সেলার নেই যিনি নিজের ইচ্ছামত এভাবে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করতে পারেন। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।’

[জীবনের স্মৃতিদীপে, শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৫৯, পৃষ্ঠা:২৮-২৯]

০৪ আগষ্ট ২০২০

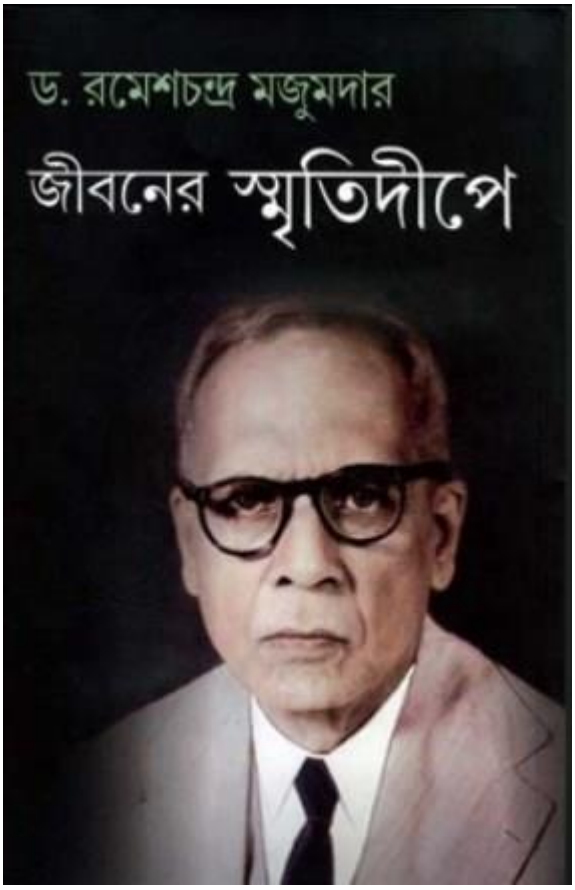

[লেখক পরিচিতি: প্রাবন্ধিক, নিবন্ধকার ও সাংবাদিক। প্রাক্তন সমন্বয়ক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।]